

ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের বোর্ডসভার কার্যাবরণা।

তারিখ : ২২ জুলাই, ২০০৯
স্থান : সভাকক্ষ, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।
সভাপতি : কর্ণেল এ বি এম তায়েফুল ইসলাম
প্রেসিডেন্ট, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড
ও
স্টেশন কমান্ডার, ঢাকা সেনানিবাস।

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ

- (১) গ্রুপ ক্যাপ্টেন শাহনেওয়াজ, এনডিসি, পিএসসি, জিডি(এন) উপস্থিত
অধিনায়ক (প্রশাসনিক শাখা)
বিমানবাহিনী ঘাঁটি বাশার
ঢাকা সেনানিবাস
ও
সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।
- (২) ক্যাপ্টেন এ টি জি এম সরকার, (ট্যাজ), পিএসসি, বিএন উপস্থিত
অধিনায়ক
বিএনএস হাজী মহসিন
ঢাকা সেনানিবাস।
ও
সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।
- (৩) লেঃ কর্ণেল মোঃ নজরুল ইসলাম উপস্থিত
সিএমইএস (আর্মি), ঢাকা সেনানিবাস
ও
সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।
- (৪) মেজর এ কে এম শহীদুল হাসান উপস্থিত
স্টেশন হেলথ অফিসার
প্রতিনিধি, কমান্ড্যান্ট
সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল, ঢাকা সেনানিবাস
ও
সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।
- (৫) জনাব জিয়াউল ইসলাম চৌধুরী উপস্থিত
বাসা # ৪৯/সি, শহীদ বদিউজ্জামান রোড
ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস
ও
সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।
- (৬) লেঃ কর্ণেল (অবঃ) মোঃ সামসুদ্দিন আহমেদ অনুপস্থিত
৩৪৬, বারিধারা ডিওএইচএস, ঢাকা সেনানিবাস
ও
সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।
- (৭) শাহে এলিদ মাইনুল আমিন অনুপস্থিত
সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট
জেলা প্রশাসক এর কার্যালয়, ঢাকা
ও
সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।

এছাড়া সভায় বিশেষ আমন্ত্রণে উপস্থিত ছিলেন ব্রিগেঃ জেনাঃ আহমেদ ইমরুল কায়েস, এনডিইউ, পিএসসি (অবঃ), সেক্রেটারী, বনানী ডিওএইচএস পরিষদ, মেজর খন্দকার নুরুল আফসার (অবঃ), সেক্রেটারী, মহাখালী ডিওএইচএস পরিষদ, লেঃ কর্ণেল এম আব্দুর রব (অবঃ), সেক্রেটারী, বারিধারা ডিওএইচএস পরিষদ এবং লেঃ শায়েরুজ্জামান, পিএসসি (অবঃ), সেক্রেটারী, মিরপুর ডিওএইচএস পরিষদ।

চলমান পাতা-২

সভার শুরুতেই উপস্থিত সদস্য এবং আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। সভায় আলোচ্যসূচীর উপর বিস্তারিত আলোচনাতে নিম্নেবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় :-

আলোচ্যসূচী-১ : গত ২৯ জুন, ২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা ও দৃঢ়করণ।

আলোচনা : গত ২৯ জুন, ২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার কার্যবিবরণী সভায় বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হলো পর্যালোচনাতে উক্ত সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন করা যেতে পারে মর্মে সভায় সর্বসম্মত মত প্রকাশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত : গত ২৯ জুন, ২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনাতে দৃঢ়করণ করা হলো।

আলোচ্যসূচী-২ : জুন, ২০০৯ মাসের রাজস্ব আদায়/বকেয়ার হালনাগাদ তথ্যাদি অবলোকন।

আলোচনা : বিষয়টির উপর পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, জুন, ২০০৯ মাসে গৃহকর বাবদ ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা থেকে আদায় ২,৯৪,৩৩৩.০০ টাকা অনাদায় ৪,৪২,৯২০.০০ টাকা, ডিওএইচএস বনানী এলাকা থেকে আদায় ৫,৮৭,৫৪৪.০০ টাকা, অনাদায় নেই, ডিওএইচএস মহাখালী থেকে আদায় ১১,২৯,৫৩৫.০০ টাকা, অনাদায় নেই, ডিওএইচএস বারিধারা এলাকা থেকে ৭,৬৯,১১০.০০ টাকা অনাদায় নেই এবং কচুক্ষেত এলাকা থেকে আদায় ১,০৫,৫৯৩.০০ টাকা এবং অনাদায় ২৭,৪০,৫৪৯.০০ টাকা। এছাড়া রজনীগন্ধ সুপার মার্কেটের দোকান ভাড়া বাবদ জুন, ২০০৯ মাসে আদায় ১৯,২৮,৪০৭.০০ টাকা অনাদায় ৩৯০২.০০ টাকা। সার্বিক রাজস্ব আদায়ে সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। তবে কচুক্ষেত পুরান বাজার এলাকার বকেয়া গৃহকর আদায়ের লক্ষ্যে চূড়ান্ত নোটিশ প্রদান করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত : জুন, ২০০৯ মাসের রাজস্ব আদায়/বকেয়ার হালনাগাদ তথ্যাদি অবলোকন করা হলো। কচুক্ষেত পুরান বাজার এলাকার বকেয়া গৃহকর আদায়ের লক্ষ্যে চূড়ান্ত নোটিশ প্রদান করা হোক।

আলোচ্যসূচী-৩ : জুন, ২০০৯ মাসের আয় ও ব্যয়ের হিসাব বিবরণী অবলোকন।

আলোচনা : জুন, ২০০৯ মাসের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, উক্ত মাসে ৫,৪৩,৩৪,০৬১.৮৭ টাকা আয় হয়েছে এবং ৫,৯৬,৭৭,৪২৫.০০ টাকা ব্যয় হয়েছে।

সিদ্ধান্ত : জুন, ২০০৯ মাসের আয় ও ব্যয়ের হিসাব বিবরণী অনুমোদন করা হলো।

আলোচ্যসূচী-৪ : জুন, ২০০৯ মাসের স্বাস্থ্য প্রতিবেদন অবলোকন।

আলোচনা : স্টেশন হেলথ অফিসার জুন, ২০০৯ মাসের স্বাস্থ্য প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপন করেন। উপস্থাপিত স্বাস্থ্য প্রতিবেদন সন্তোষজনক বলে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত : জুন, ২০০৯ মাসের স্বাস্থ্য প্রতিবেদন পর্যালোচনাতে অনুমোদন করা হলো।

চলমান পাতা-৫

আলোচ্যসূচী-৫ : ঢাকা সেনানিবাসস্থ ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার বিভিন্ন প্লট/ফ্ল্যাট বিক্রয়/হস্তান্তরের অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে।

আলোচনা : প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার বিভিন্ন প্লটে নির্মিত বাড়ীর নিম্নবর্ণিত ০২(দুই) টি ফ্ল্যাটের মধ্যে ক্রমিক নং-১ এ বর্ণিত প্রস্তাবিত ফ্ল্যাট ক্রেতার অনুকূলে বিক্রয়/হস্তান্তরের অনুমতি প্রদানের নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট প্লট মালিকগণ আবেদন করেন। সে মোতাবেক নিরাপত্তা ছাড়পত্রের জন্য প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরে প্রেরণ করা হলে প্রস্তাবিত ক্রেতাগণের অনুকূলে নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে। ক্রমিক নং-২ এ উল্লেখিত ফ্ল্যাটটির মালিক তদীয় সহোদর ভাইকে ডিক্লারেশন অব হেবা/দানপত্র মূলে দান করার অনুমতির জন্য আবেদন করেছেন। উল্লেখিত প্লটে নির্মিত বাড়ীর গৃহকর হালনাগাদ পরিশোধ আছে এবং অননুমোদিত নির্মাণের বিষয়টি নিয়মিত করা হয়েছে বিধায় নিম্নবর্ণিত ফ্ল্যাটসমূহ বিক্রয়/হস্তান্তরের অনুমতি প্রদান করা যেতে পারে :-

ক্রমিক নং	প্লট/ফ্ল্যাট নম্বর ও এলাকার নাম	বিক্রেতার/আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা এবং আবেদনের তারিখ	ক্রেতার নাম ও ঠিকানা	ডিজিএফআই এর ছাড়পত্র নম্বর ও তারিখ	মন্তব্য
(১)	বাড়ী#১৬/এইচ, ফ্ল্যাট#সি/৩, রোড#২/এ, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস।	জনাব ময়নুল আবেদীন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সামিট প্রপার্টিজ এন্ড কনস্ট্রাকশন কোং (প্রাঃ) এর ১০ জুলাই, ২০০৩ তারিখের আবেদন।	লেঃ কর্ণেল রোকসানা হামিদ, স্বামী- কর্ণেল মোহাম্মদ কবিরুদ্দিন বিশ্বাস, বাড়ী#২৬৪/সি, ছায়াবীথি, বিএএফ অফিসার্স কোয়ার্টার, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা-১২০৬।	২৭ জুন, ২০০৮ তারিখের ১৩০০/৩০/১০/নিরাপত্তা নং পত্র।	ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করা হয়েছে। গৃহকর নির্ধারণ করা হয়েছে।
(২)	বাড়ী#২৩/বি, ফ্ল্যাট#৫০৩, রোড#২/এ, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস।	ফজিলাতুন্নেছা পিতা-মরহুম কাজী ফজলুল করিম স্বামী- মরহুম মোঃ আমির জং গজনবী বাড়ী#২৩/বি, রোড # ২/এ, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা ঢাকা সেনানিবাস।	কাজী এ এফ এম সাজ্জাদুল করিম, পিতা- মরহুম কাজী ফজলুল করিম বাড়ী#২৩/বি, রোড#২/এ, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা ঢাকা সেনানিবাস।	হেবা/দানসূত্রে	হেবা/দান পত্রের মাধ্যমে হস্তান্তরের অনুমতি। অননুমোদিত নির্মাণ নেই। গৃহকর পরিশোধ করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত : ক্রমিক নং-১ এ বর্ণিত ফ্ল্যাটটি সংশ্লিষ্ট ক্রেতার অনুকূলে বিক্রয়/হস্তান্তরের অনুমতি এবং ক্রমিক নং-২ এ বর্ণিত ফ্ল্যাটটি দান করার অনুমতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যসূচী-৬ : ঢাকা সেনানিবাসস্থ ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার বিভিন্ন প্লট/ফ্ল্যাট নামজারী প্রসঙ্গে।

আলোচনা : প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার বিভিন্ন প্লটে নির্মিত বাড়ীর নিম্নবর্ণিত ০২ (দুই)টি ফ্ল্যাট প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের নিরাপত্তা ছাড়পত্রের প্রেক্ষিতে এবং বোর্ডসভার অনুমোদনক্রমে সংশ্লিষ্ট ক্রেতাগণের অনুকূলে বিক্রয়/হস্তান্তরের অনুমতি প্রদান করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে রেজিস্ট্রিকৃত দলিলমূলে ফ্ল্যাটগুলো বিক্রয় করা হয়। উল্লেখিত প্লটের অননুমোদিত নির্মাণের বিষয়টি নিয়মিত করা হয়েছে। হালনাগাদ গৃহকর পরিশোধ সাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত ফ্ল্যাটসমূহ সংশ্লিষ্ট ক্রেতাগণের নামে নামজারী করা যেতে পারে :-

ক্রমিক নং	প্লট/ফ্ল্যাট নম্বর ও এলাকার নাম	আবেদনকারীর নাম, ঠিকানা ও তারিখ	ডিজিএফআই এর ছাড়পত্র নম্বর ও তারিখ	বিক্রয়/হস্তান্তর অনুমতি পত্রের নং ও তারিখ	মন্তব্য
(১)	বাড়ী#১৬/এফ, ফ্ল্যাট#সি/৫, রোড#২/এ, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস।	লেঃ কর্ণেল এ বি এম ফারুক (অবঃ) বাড়ী#১৬/এফ, ফ্ল্যাট#সি/৫, রোড#২/এ, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস তারিখ-২৪/৬/২০০৯।	২২ অক্টোবর, ২০০১ তারিখের ১৩০০/৩০/১০/নিরাপত্তা নং পত্র।	১৯ জুন, ২০০৪ তারিখের ঢাক্যাবো/ক্যাঃবাঃএঃ/১৬/এফ/ ফ্ল্যাট নং-সি/৫/৮ নং পত্র।	রেজিস্ট্রিকৃত দলিলমূলে ক্রেতা। অননুমোদিত নির্মাণের জন্য ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করা হয়েছে। গৃহকর নির্ধারণ করা হয়েছে।
(২)	বাড়ী#৪৩/বি, ফ্ল্যাট#২/বি, রোড#৮, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস।	জনাব মোঃ মহিউদ্দিন আলমগীর, পিতা- মোঃ ওসমান গণি, বাড়ী#৪৩/বি, ফ্ল্যাট#২/বি, রোড#৮, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস তারিখ-০৭/০৭/২০০৯।	১৭ মার্চ, ২০০৫ তারিখের ১৩০০/১২০/৫৭/৫ নং পত্র।	১১ জুন, ২০০৫ তারিখের ঢাক্যাবো/ক্যাঃবাঃএঃ/৪৩/বি/ ফ্ল্যাট নং-২/বি/১২৮ নং পত্র।	রেজিস্ট্রিকৃত দলিলমূলে ক্রেতা। অননুমোদিত নির্মাণ নেই। গৃহকর নির্ধারণের বিষয়টি পরিকল্পনাধীন।

সিদ্ধান্ত : রেজিস্ট্রি দলিলমূলে ক্রেতাগণের নাম সংশ্লিষ্ট ফ্ল্যাটগুলির নামজারী করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

চলমান পাতা-৫

আলোচ্যসূচী-৭ : ঢাকা সেনানিবাসস্থ ডিওএইচএস বনানী, মহাখালী, বারিধারা, মিরপুর ও সেনানিবাস বর্ধিত আকার বাড়ী
নির্মাণের নিমিত্তে নিম্নোক্ত নকশাসমূহ অনুমোদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত :-

ক্রমিক নং	মালিকের নাম	প্লট নম্বর	এলাকার নাম	মন্তব্য
(১)	পি নং-২৪৭ কমান্ডার আবু তাহের গোলাম মোহাম্মদ সরকার, ট্যাঙ্গ, পিএসসি, বিএন	৬৯৩	মিরপুর ডিওএইচএস	০৬(ছয়) তলা নতুন ভবন
(২)	মিসেস জুবায়দা আহমেদ স্বামী- বিইসি-১১৭৯৮৯ লেঃ কর্ণেল মরহুম কফিল উদ্দিন আহমেদ	৩৮৬	মহাখালী ডিওএইচএস	সংশোধিত ০৬(ছয়) তলা (বিদ্যমান ৫ম তলার উপর ৬ষ্ঠ তলা নির্মাণ)
(৩)	(ক) বেগম সুলতানা জামান (খ) শফিক উজ্জামান (গ) শামীম আক্তার জামান (ঘ) সেলিমুজ্জামান	২২/বি	বনানী ডিওএইচএস	সংশোধিত ০৩(তিন) তলা (বিদ্যমান এক তলার উপর ২য় ও ৩য় তলা নির্মাণ)
(৪)	বিএসএস-৬৪৫লেঃ কর্ণেল শেখ রায়হান আলী, পিএসসি (অবঃ)	৩০৮	বারিধারা ডিওএইচএস	সংশোধিত ০৬(ছয়) তলা ভবন (৫ম তলার উপর ৬ষ্ঠ তলা নির্মাণ)
(৫)	বিএ-১৯০৬ ব্রিগেঃ জেনাঃ মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, এনডিসি	৬৩১	মিরপুর ডিওএইচএস	০৬(ছয়) তলা নতুন ভবন
(৬)	বিএ-২৩২ মেজর জেনাঃ সৈয়দ বদরুজ্জামান, পিএসসি, জি+ (অবঃ)	১৪৬	মহাখালী ডিওএইচএস	সংশোধিত ০৬(ছয়) তলা (পুরাতন ৪ তলা ভবন ভেঙ্গে নতুন ভবন নির্মাণ)
(৭)	(ক) জনাব মোঃ আবদুল করিম (খ) জনাব মোঃ মেসবাহ উদ্দিন খান	২০৭/এ	মহাখালী ডিওএইচএস	প্রস্তাবিত/সংশোধিত ০৬(ছয়) তলা (অতিরিক্ত ফ্লি বরাদ্দ পাওয়ায়)
(৮)	জনাব এম এ হাফিজ	৬৮/বি	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা	সংশোধিত ০৬(ছয়) তলা (লিফট স্থাপন)
(৯)	পি নং-১৮৫ কমন্ডার এ এস এম আব্দুল বাতেন পি নং-২১৭ কমান্ডার ফজল মাহমুদ খান, ই, পিএসসি (অবঃ)	৩৩০ ৩২৮	মিরপুর ডিওএইচএস	০২টি প্লটে যৌথভাবে ০৬(ছয়) তলা নতুন ভবন।
(১০)	জনাব আলী আফজাল সুমন	৯	আব্বাস গার্ডেন, মহাখালী	সংশোধিত ০৬(ছয়) তলা (পুরাতন ১ তলা ভবন ভেঙ্গে নতুন ভবন নির্মাণ)
(১১)	জনাব মোঃ জাহির আলী গং	সিএস-৪২ (অংশ) ও ৪৪	মৌজা- লালাসরাই, ঢাকা সেনানিবাস।	০৬(ছয়) তলা নতুন ভবন (পুরাতন টিনশেড ভেঙ্গে)

আলোচনা : প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, উল্লেখিত ১১ (এগার)টি নকশা সেনানিবাস (ইমারত নির্মাণ
উপ-আইন মোতাবেক কারিগরীভাবে সঠিক আছে।

গৃহীত সিদ্ধান্ত : ক্রমিক নং-১, ৫, ৭ ও ৯ এ উল্লেখিত মোট ০৫(পাঁচ)টি নকশা অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো এবং ক্রমিক
নং ২, ৩, ৪, ৬, ৮, ১০ ও ১১ এ উল্লেখিত নকশাগুলোর জন্য রাস্তার ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ জমা সাপেক্ষে
অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যসূচী-৮ : ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নিম্নলিখিত কাজের মূল্যানুমান অনুমোদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত :-

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	মূল্যানুমান এমইএস সিভিল অব রেইটস, ২০০৭ মোতাবেক	মন্তব্য
(১)	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৮২ ও ৮৩ নং প্লটের পশ্চিম সীমানায় সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজ।	২,৭৭,৮৭১/- টাকা	অনুদান
(২)	আদর্শ বিদ্যালয়িকেন্দ্র, মানিকদী স্কুলের মেইন গেইট, শহীদ মিনার বেদী নির্মাণ এবং ড্রেন মেরামতকরণ।	৪,৭৬,৮৮৮/- টাকা	অনুদান
(৩)	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা তথা সেনানিবাসের নিরাপত্তার স্বার্থে নিম্নবর্ণিত নিরাপত্তা দেয়াল নির্মাণ :		
(ক)	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৪/এ এবং ৫ নং রোডের মধ্যবর্তী স্থানে সেনানিবাসের পশ্চিম পার্শ্বে নিরাপত্তা দেয়াল নির্মাণ কাজ।	৬,২৫,০১২/- টাকা	বোর্ড ফান্ড
(খ)	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৯/এ নং প্লট সংলগ্ন পুকুরের পশ্চিম পার্শ্বে সেনানিবাসের নিরাপত্তা দেয়াল নির্মাণ কাজ।	৯,৮৩,৬২২/- টাকা	বোর্ড ফান্ড

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	মূল্যানুমান এমইএস সিডিউল অব রেইটস, ২০০৭ মোতাবেক	মন্তব্য
(৪)	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ১ নং রোডের উচ্চতা বৃদ্ধিসহ কার্পেটিং ও ড্রেন নির্মাণ কাজ।	৭,০৮,৪৯২/- টাকা	অনুদান
(৫)	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৪/এ নং রোডের কার্পেটিং কাজ।	২,৫৫,৫১৫/- টাকা	অনুদান
(৬)	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৫ নং রোডের কার্পেটিং ও আংশিক ড্রেন নির্মাণ কাজ।	৪,৪৭,১৯৭/- টাকা	অনুদান
(৭)	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৬ নং রোড মেরামত ও কার্পেটিং কাজ।	২,৯৯,৫০০/- টাকা	অনুদান
(৮)	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৬/এ নং রোড মেরামত ও কার্পেটিং কাজ।	৩,২১,৭৯৪/- টাকা	অনুদান
(৯)	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৭ নং রোড কার্পেটিং ও আংশিক ড্রেন নির্মাণ কাজ।	৪,২৬,৩৫২/- টাকা	অনুদান
(১০)	শহীদ সরণি, স্বাধীনতা সরণি, সিগন্যাল গেইট হতে বিএএফ গার্ডরুম ও বিজয় কেতনের বিপরীত দিকে ভাষণটেক পকেট গেইট গামী রাস্তার পটহোল মেরামত।	১,৫০,০০০/- টাকা	মেরামত রক্ষণাবেক্ষণ খাত
(১১)	মিরপুর ডিওএইচএস এলাকায় ২০টি ডাস্টবিন নির্মাণ কাজ।	২,২৬,৪২০/- টাকা	মিরপুর ডিওএইচএস উন্নয়ন তহবিল

আলোচনা : আলোচনায় জানা যায় যে, উপরোক্ত ১১ (এগার)টি কাজের মূল্যানুমান যথাযথভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে। রাস্তা কার্পেটিং এর কাজগুলো আসন্ন বর্ষা মৌসুমের পর শুরু করা উচিত বলে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত : উপরোল্লিখিত ১১(এগার)টি কাজের মূল্যানুমান অনুমোদন করা হলো। চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সাময়িক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরে প্রস্তাব প্রেরণ করা হোক।

আলোচ্যসূচী-৯ : ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নিম্নলিখিত কাজের Responsive Tender অনুমোদন প্রসংগে :-

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	অনুমোদিত মূল্যানুমান এমইএস সিডিউল অব রেইটস, ২০০৭ মোতাবেক	সর্বনিম্ন দর প্রদানকারী ফার্মের নাম	সর্বনিম্ন উদ্ধৃত দর	মন্তব্য
(১)	কচুক্ষেত পুরান বাজার এর সিবি-১৪১/এ হতে সিবি-১৩৩ পর্যন্ত কাঁচা রাস্তা পাকাকরণসহ ড্রেন নির্মাণ কাজ।	৬,৪২,৪৯২/- টাকা	মেসার্স ইমেল এন্টারপ্রাইজ	৭,৩৮,২৩০/৪৮ টাকা	বোর্ড ফান্ড
(২)	মহাখালী ডিওএইচএস এলাকার ১৯/এ নং রোডের পূর্ব পার্শ্ব দিয়ে ২৭২ নং প্লট হতে ২৭৭ নং প্লটের উত্তর পার্শ্ব দিয়ে লেক পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ কাজ।	৪,৯১,৫৬৯/- টাকা	মেসার্স সাহাব উদ্দিন এন্টারপ্রাইজ	৫,৬৪,৩৯৩/৪৬ টাকা	অনুদান
(৩)	মিরপুর সাময়িক অফিসার আবাসিক প্রকল্পের ৩য় ধাপের (দক্ষিণ পূর্বাংশে) বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ কাজ।	৫১,৮৫,৯০১/- টাকা	মেসার্স বিল্ডার্স কর্পোরেশন	৬২,১৬,২৮৩/৮৯ টাকা	মিরপুর ডিওএইচএস উন্নয়ন তহবিল
(৪)	স্বাধীনতা সরণি হতে বনানী ডিওএইচএস এর সংযোগ সড়ক (পুকুর পাড়) মেরামত ও কার্পেটিং কাজ।	২,২৪,৪২৩/- টাকা	মেসার্স আজিজ কর্পোরেশন	২,৫৯,৫৩৭/৯৮ টাকা	অনুদান
(৫)	সাময়িক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরে পিএবিএক্স ও ইন্টারকম সিস্টেম স্থাপন কাজ।	৯২,৬০২/- টাকা (বাজার দর)	বাংলাদেশ অফিস ইকুইপমেন্ট	৯২,৬০২/- টাকা	অনুদান
(৬)	মিরপুর ডিওএইচএস এর ২য় ধাপে স্ট্রীট লাইট স্থাপন কাজ।	৩,৮৪,১৭৫/- টাকা	মেসার্স এম এস বিজনেস এন্ড কন্ট্রোল	৪,৪১,৮৩৩/৯৬ টাকা	মিরপুর ডিওএইচএস উন্নয়ন তহবিল
(৭)	বনানী কবরস্থানে কবরের ৩টি নতুন লেন তৈরীকরণসহ একটি পুরাতন লেন মেরামতকরণ কাজ।	৩,৪৯,০৪৬/- টাকা	মেসার্স হাবিব এন্ড সপ কোং	৩,৮৪,২৫৬/৭৮ টাকা	অনুদান ও বোর্ড ফান্ড
(৮)	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ১১ নং রোডের ম্যানহোল তৈরীকরণ।	৪০,৭৫৯/- টাকা	মেসার্স হাবিব ট্রেডিং	৪৫,৯৮৭/৩৭ টাকা	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাত
(৯)	শহীদ রমিজ উদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট কলেজ ভবনের পূর্ব পার্শ্ব তৃতীয় তলার অংশ বিশেষ সম্প্রসারণসহ টয়লেটে টাইলস স্থাপন এবং আদর্শ বিদ্যালয়কেন্দ্র, কানিকদীর তৃতীয় তৃতীয় শ্রেণীর স্টাফ কোয়ার্টারের তৃতীয় তলা নির্মাণ কাজের আর্কিটেকচারাল ও স্ট্রাকচারাল ড্রয়িং ও ডিজাইন প্রস্তুত কাজ।	৩০,০০০/- টাকা	ইউনিক কনসালটিং সার্ভিসেস	৩০,০০০/- টাকা	অনুদান

চলমান পাতা-৬

আলোচনা : উপরোক্ত ০৯(নয়)টি কাজের Responsive Tender TEC (Tender Evaluation Committee) কর্তৃক যাচাই বাছাই করে দরগুলো অনুমোদন করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত : উপরোক্ত ০৯ (নয়)টি কাজের সর্বনিম্ন দর নিম্নোক্তভাবে অনুমোদন করা হলো :-

ক্রমিক নং	অনুমোদিত দর	মন্তব্য	ক্রমিক নং	অনুমোদিত দর	মন্তব্য
১	৭,৩৮,২৩০/৪৮ টাকা		৫	৯২,৬০২/- টাকা	
২	৫,৬৪,৩৯৩/৪৬ টাকা		৬	৪,৪১,৮৩৩/৯৬ টাকা	
৩	৬২,১৬,২৮৩/৮৯ টাকা		৭	৩,৮৪,২৫৬/৭৮ টাকা	
৪	২,৫৯,৫৩৭/৯৮ টাকা		৮	৪৫,৯৮৭/৩৭ টাকা	
			৯	৩০,০০০/- টাকা	

উল্লিখিত কাজগুলোর সর্বনিম্ন দর চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হোক।

সূচী-১০ : টাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নিম্নবর্ণিত মেরামত/প্রকল্পসমূহসফলভাবে সমাপ্তির পর ০১(এক) বছর অতিক্রান্ত হওয়ায় জামানত হিসেবে জমাকৃত ফেরত দেয়ার ব্যাপারে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত :-

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	জামানত হিসেবে জমাকৃত টাকার পরিমাণ	ঠিকাদারী ফার্মের নাম
(১)	মুসলিম মডার্ণ একাডেমীর খণ্ডিত মাঠকে একীভূত করার জন্য মাঠের মধ্য দিয়ে বিদ্যমান রাস্তাটি ডাইভার্ট করণ।	১,২৯,২৭৮/- টাকা	মেসার্স সেভেন সিরিজ এন্টারপ্রাইজ
(২)	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার শহীদ বদিউজ্জামান রোডের প্লট নং-২৭৯/২ থেকে ১ নং রোড পর্যন্ত মেরামত ও কার্পেটিং কাজ।	২,৭০,৯০০/- টাকা	দি মুন এন্টারপ্রাইজ
(৩)	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ১ নং রোড হতে ৫ নং রোড পর্যন্ত রাস্তা, ২ এবং ৪ নং রোড মেরামত ও কার্পেটিং কাজ।	২,৫০,৩৬৩/- টাকা	মেসার্স মনি ট্রেডিং কর্পোরেশন
(৪)	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৫ নং রোড হতে ১০ নং রোড পর্যন্ত মেরামত ও কার্পেটিং কাজ।	২,৭১,০৭৫/- টাকা	মেসার্স সরদার ট্রেডার্স
(৫)	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার শহীদ বদিউজ্জামান রোডের দক্ষিণ প্রান্ত হতে প্লট নং-২৭৯/২ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত ও কার্পেটিংকরণসহ এমইএস ইনসপেকশন বাংলোর পশ্চিম পার্শ্বের সীমানা দেয়াল অপসারণ ও পুনঃনির্মাণ কাজ।	২,৫৭,৯১৮/- টাকা	মেসার্স দি এসোসিয়েটস্
(৬)	বারিধারা ডিওএইচএস এলাকার সিকিউরিটি ব্যারাকের উপর ২য় তলা নির্মাণ কাজ।	২,০৫,৪৩৮/- টাকা	মেসার্স সিফাত এন্টারপ্রাইজ
(৭)	বারিধারা ডিওএইচএস এর পশ্চিম পার্শ্ব ডিওএইচএস ও সেনানিবাসের মধ্যবর্তী নতুন বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ কাজ।	৫,৩৬,০৮৫/- টাকা	মেসার্স ময়নামতি ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল
(৮)	মহাখালী ডিওএইচএস এলাকার লেন নং-১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ১১, ২০ ও ২৩ মেরামত ও কার্পেটিং কাজ।	১,১৯,৮৪৯/- টাকা	মেসার্স সাহাব উদ্দিন এন্টারপ্রাইজ
(৯)	মহাখালী ডিওএইচএস এলাকার ২১ নং রোড সংলগ্ন স্থানে ত্রিকোণাকৃতি পার্কে বিউটি স্পট নির্মাণ কাজ।	৩১,০৯১/- টাকা	মেসার্স গাজী এন্ড ব্রাদার্স
	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার পশ্চিম পার্শ্বের সংযোগ সড়ক প্লট নং-২৫ হতে প্লট নং-৪৯/এ পর্যন্ত মেরামত ও কার্পেটিং কাজ।	১,২৬,৬৮৪/- টাকা	মেসার্স ভূইয়া কনস্ট্রাকশন

প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনাক্রমে জানা যায় যে, উপরোল্লিখিত ১০(দশ)টি মেরামত/প্রকল্প সফলভাবে সমাপ্তির ০১(এক) বছর অতিক্রান্ত হয়েছে এবং ব্যবহারকারী/উপকারভোগী এ বিষয়ে প্রত্যয়ন প্রদান করেছেন। বিধায় জামানত হিসেবে জমাকৃত টাকা ফেরত দেয়া যেতে পারে মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত : উপরোল্লিখিত ১০(দশ)টি প্রকল্পের বিপরীতে জামানত হিসেবে জমাকৃত টাকা ফেরত প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।



আলোচ্যসূচী-১১ : রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটে উত্তর পার্শ্বে ওয়াসার নিকট হতে উদ্ধারকৃত জমিতে বেজমেন্টসহ মার্কেট নির্মাণের সংশোধিত নকশা ও মূল্যানুমান অনুমোদন প্রসঙ্গে।

আলোচনা : প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, উক্ত জমিতে নিচতলা পার্কিং দেখিয়ে ০৪(চার) তলা পর্যন্ত $৩২ \times ৩' = ৯৬$ টি দোকানের নকশা প্রস্তুত করা হয়েছিল। কিন্তু নিচতলায় দোকান থাকলে এলাকাবাসী উপকৃত হবেন এবং বোর্ডের রাজস্ব আয়ও বৃদ্ধি পাবে বিধায় নিচতলায় দোকান ও বেজমেন্ট ফ্লোর নির্মাণ করাই যুক্তিযুক্ত হবে মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত : নিচতলায় দোকানসহ পার্কিং এর জন্য Underground Basement নির্মাণের নকশা ও ১৬,০৭,৮৪,৪০০/- (ষোল কোটি সাত লক্ষ চুরাশি হাজার চারশত) টাকার মূল্যানুমান অনুমোদন করা হলো। চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরে প্রস্তাব প্রেরণ করা হোক।

আলোচ্যসূচী-১২ : ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের জন্য একটি ডিজিটাল সাইক্লোস্টাইল মেশিন ক্রয় প্রসঙ্গে।

আলোচনা : প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে ব্যবহৃত সাইক্লোস্টাইল মেশিনটি (রেস্ক রোটারী-৪৫০) ১৯৮৭ সালে ক্রয় করা হয়েছিল। দীর্ঘ দিন ব্যবহারের ফলে মেশিনটি অত্যন্ত জরাজীর্ণ হয়ে গিয়েছে এবং প্রায়শঃই বিকল থাকে। তাছাড়া উক্ত মেশিনের খুচড়া যন্ত্রাংশও বাজারে পাওয়া যায় না বিধায় বর্তমানে নষ্ট মেশিনটি মেরামত করা ব্যয়বহুল হয়ে পড়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে একটি ডিজিটাল সাইক্লোস্টাইল মেশিন ক্রয়ের নিমিত্তে কোটেশন সংগ্রহ করা হয়েছে। কোটেশনগুলো পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, RISO KS800 মেশিনটি ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের জন্য সুবিধাজনক হবে।

সিদ্ধান্ত : জন্ম নিবন্ধন শাখায় জমাকৃত অর্থ হতে ব্যয় সংকুলান সাপেক্ষে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের জন্য একটি RISO KS800 ডিজিটাল সাইক্লোস্টাইল মেশিন ক্রয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরে প্রস্তাব প্রেরণ করা হোক।

আলোচ্যসূচী-১৩ : মহাখালী ডিওএইচএস এলাকায় ০৪(চার)টি ভ্যান গাড়ী সরবরাহের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা : প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, মহাখালী ডিওএইচএস এলাকার বাসাবাড়ী হতে ময়লা/আবর্জনা সংগ্রহের জন্য ০৮ (আট) টি ভ্যানগাড়ী রয়েছে, তন্মধ্যে ০৪ (চার) টি ভ্যানগাড়ী ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের। উক্ত ভ্যানগাড়ী ০৪ (চার) টি দীর্ঘ দিনের পুরাতন এবং বহুবার মেরামতের দরুণ ময়লা/আবর্জনা সংগ্রহের কাজে অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। ময়লা/আবর্জনা সঠিকভাবে সংগ্রহের নিমিত্তে ০৪ (চার) টি নতুন ভ্যানগাড়ী সরবরাহের জন্য ডিওএইচএস পরিষদ কর্তৃক অনুরোধ জানানো হয়েছে। মহাখালী ডিওএইচএস এর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ০৪(চার)টি ভ্যান গাড়ী প্রদান করা যেতে পারে মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত : মহাখালী ডিওএইচএস এলাকার বাসা-বাড়ী হতে ময়লা আবর্জনা সংগ্রহের লক্ষ্যে ০৪(চার) টি ভ্যান গাড়ী প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরে প্রস্তাব প্রেরণ করা হোক।

চলমান পাতা-৮

আলোচ্যসূচী-১৪ : গত ১৮ মে, ২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার আলোচ্যসূচী-২২ এর সিদ্ধান্তের অনুবৃত্তিক্রমে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড নিয়ন্ত্রিত বাসা বরাদ্দের নীতিমালা অনুমোদন প্রসঙ্গে।

আলোচনা : বিষয়টির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের আওতাধীন সর্বমোট ১৪০টি বাসা রয়েছে। চাহিদার তুলনায় উক্ত বাসা নগণ্য। তদুপরি বাসা বরাদ্দের ক্ষেত্রে একটি নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে গত ১৮ মে, ২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার আলোচ্যসূচী-২২ এর মাধ্যমে একটি কমিটি গঠন করা হয়। সে মোতাবেক গঠিত কমিটি কর্তৃক প্রণীত খসড়া নীতিমালাটি সভায় বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়।

সিদ্ধান্ত : ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের আওতাধীন বাসা বরাদ্দের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নীতিমালা অনুমোদন করা হলো :-

- (১) পদ মর্যাদা, প্রয়োজনীয়তা ও জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে বাসা বরাদ্দ এর বিষয়ে বিবেচনা।
- (২) জরুরী গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বাসা বরাদ্দের বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করা।
- (৩) ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক বরাদ্দকৃত বাসায় যে কোন (সাভূসে অধিদপ্তর, এমইও অফিস, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড ও বোর্ড পরিচালিত হাসপাতাল, মসজিদ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের) কর্মকর্তা/কর্মচারী একাধারে বাসা বরাদ্দের তারিখ হতে ০৭(সাত) বছর পর্যন্ত বসবাস করতে পারবেন। নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীকে উক্ত বাসা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের বরাবরে হস্তান্তর করতে হবে।
- (৪) কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হতে অন্যত্র বদলী হলে সর্বোচ্চ ০২(দুই) মাসের মধ্যে বাসস্থান বোর্ডের বরাবর হস্তান্তর করতে হবে। তবে অপরিহার্য কারণে বিশেষ বিবেচনায় ০৬(ছয়) মাস পর্যন্ত বাসা বরাদ্দের সময় বহাল রাখা যেতে পারে।
- (৫) কোন অবস্থাতেই বরাদ্দকৃত বাসস্থান বা এর অংশ বিশেষ ভাড়া দেওয়া দেয়া যাবে না।
- (৬) জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে অপেক্ষমান তালিকা হতে বাসা বরাদ্দ করা হবে। বাসা বরাদ্দের বিষয়ে যে কোন পর্যায় হতে তদবীর/সুপারিশ করা হলে বাসা প্রাপ্তির অযোগ্য বলে গণ্য হবে।
- (৭) সরকারী বিধি মোতাবেক বরাদ্দ প্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী/শিক্ষক/শিক্ষিকাকে বাসা ভাড়া, গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ বিল ও অন্যান্য ইউটিলিটি সার্ভিস বিল পরিশোধ করতে হবে। একাধারে ০৩(তিন) মাস বাসা ভাড়া ও ইউটিলিটি সার্ভিস বিল বকেয়া পড়লে বাসা বরাদ্দ বাতিল বলে বিবেচিত হবে।
- (৮) স্বামী/স্ত্রী উভয়ে চাকুরীজীবী হলে যাদের স্বামী/স্ত্রী প্রতিরক্ষা বাহিনী বা অন্য কোন সংস্থায় কর্মরত আছেন তাদেরকে সংশ্লিষ্ট সংস্থা হতে বাসা নেওয়ার বিষয়ে উৎসাহিত করা।
- (৯) স্বাভাবিকভাবেই পদমর্যাদা/বেতন স্কেল অনুসারে কর্মকর্তা/কর্মচারী তার প্রাপ্য শ্রেণী/আয়তনের বাসা বরাদ্দপ্রাপ্ত হবেন। তবে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী তার পদমর্যাদার নিম্ন শ্রেণীর বাসায় বসবাস করলে নিম্ন শ্রেণীর কর্মচারীর সর্বোচ্চ ধাপে প্রাপ্য বাড়ী ভাড়া প্রদান করতে হবে। অর্থাৎ সরকারী আর্থিক বিধান অনুযায়ী তা নির্ধারণ করা হবে। এক্ষেত্রে যে কর্মকর্তা/কর্মচারী যে ধরনের বাসা প্রাপ্য হবেন সে ধরনের বাসাই তাকে বরাদ্দ দেয়া যুক্তিযুক্ত হবে।
- (১০) বাসা বরাদ্দলাভকারী তার বাসা ভাড়ার ৬ ভাগের ১ ভাগ বাসা মেরামত কাজে ব্যয় করতে পারবেন। কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে বাসার কোন মেরামত/সংস্কার/পরিবর্তন/পরিবর্ধন করতে পারবেন না। বাসার কোন Moveable মালামাল, যেমন, ফ্যান, গ্যাসের চুলা, বেসিন, কমোড ইত্যাদি যুক্তিযুক্ত কারণ ছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে অর্থাৎ এক্ষেত্রে সরকারী নিয়মনীতি অনুসরণ করা হবে।

আলোচ্যসূচী-১৫ ঃ রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের বি-৮/৫ ও ডি/৮৯ নং দোকানের বরাদ্দ বাতিল প্রসংগে।

আলোচনা ঃ প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে -

(ক) রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটস্থ বি-৮/৫ নং দোকানটি জনাব তসলিম উদ্দিন চৌধুরীর নিকট হতে ০৮/০৭/৮৯ তারিখে মিসেস মীনা কবির, স্বামী মোঃ হুমায়ুন কবির ক্রয়সূত্রে মালিক হয়েছেন। গত ২৩/১২/০৩ তারিখের আবেদনে মিসেস মীনা কবির উক্ত দোকানটি জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, পিতা-আরফান আলীর নিকট বিক্রয় করেছেন বলে জানান এবং উভয়ের হস্তান্তর হলফনামা দাখিল করেছেন। অপরদিকে জনাব এ কে এম পাটওয়ারী গত ১৮/১২/২০০৩ তারিখের এক আবেদনে রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটস্থিত বি-৮/৫ নং দোকানটি তার নামে নামজারী করার জন্য অনুরোধ করেন। বিষয়টি অত্র দপ্তরের ১২/১০/২০০৪ তারিখের ঢাক্যাবো/রঃগঃসুঃমাঃ/আড়ঃ-৮/৫/৬৩ নং পত্রে মিসেস মীনা কবিরকে অবহিতকরণ পূর্বক তার জবাব চাওয়া হয়। তৎপ্রেক্ষিতে মিসেস মীনা কবির ০৬/১১/২০০৪ তারিখের আবেদনে বক্তব্যটি ভুয়া বলে উল্লেখ করেন এবং জনাব মোঃ নজরুল ইসলামের নামে নামজারী করার জন্য পুনরায় অনুরোধ জানান। অপরদিকে জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডকে বিবাদী করে উল্লেখিত দোকানটি মিসেস মীনা কবিরের নিকট হতে ক্রয় করেছেন উল্লেখ করে উক্ত দোকান হতে তাকে যেন উচ্ছেদ করা না হয় সেই মর্মে যুগ্ম জেলা জজ ২য় আদালতে ৩৩৬/০৫ নং দেওয়ানী মোকদ্দমা দায়ের করেন, যা বর্তমানে বিচায়াধীন আছে। উক্ত দোকানের উপর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের প্রাপ্য ভাড়া এপ্রিল/০৯ পর্যন্ত ৬২,২৬৬/- টাকা বকেয়া থাকায় এবং ৩১/০৫/০৬ তারিখে ইজারা মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় গত ২০/০৪/০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার আলোচ্যসূচী-১৪ এর 'ক' সিদ্ধান্তে দোকানটির বরাদ্দ বাতিল করা হয়। অতঃপর জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম ০৬/০৫/০৯ তারিখের এক আবেদনে বি-৮/৫ নং দোকানের বকেয়া ভাড়া গ্রহণপূর্বক ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন করার অনুরোধ জানান।

(খ) ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের ২৪/০৬/২০০১ তারিখের ঢাক্যাবো/ রঃগঃসুঃমাঃ/সাধাঃ/৩/১১৭ নং পত্রের মাধ্যমে রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের এ/৭৯ নং দোকানের পূর্ব পার্শ্বে ৪ × ১২ = ৪৮.০০ বর্গফুট জায়গা এ/৭৯-১ নং দোকান হিসেবে অস্থায়ীভাবে জনাব মোঃ ফয়েজ উল্লাহ, পিতা- হাফেজ আরঃ রব, সাং- বাউডগী, পোঃ- ক্যাম্পেরহাট, থানা- রায়পুর, জেলা- লক্ষীপুর এর নামে বরাদ্দ দেয়া হয়। গত ২০০১-২০০২ সনে উক্ত দোকানের ভাড়া ১,৭২৮/- (এক হাজার সাতশত আটাশ) টাকা নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে অত্র দপ্তরের ১৪/১১/২০০১ তারিখের ঢাক্যাবো/রঃগঃসুঃমাঃ/সাধাঃ/ ০৪/৯৩ নং পত্রে উক্ত নম্বর বাতিল করতঃ তদস্থলে ডি/৮৯ নং দোকান নম্বর প্রদান করা হয়। উক্ত দোকানের ভাড়া বাবদ সর্বশেষ ২০০৩-২০০৪ সনে ২,৩০৪/- (দুই হাজার তিনশত চার) টাকা পরিশোধ করার পর আর কোন ভাড়া পরিশোধ করেনি। এমনকি প্রতি বছর নবায়নের জন্য অত্র দপ্তরে কোন আবেদনও করেননি। তাছাড়া জানা যায় যে, ইতোমধ্যে উক্ত ডি/৮৯ নং দোকানটি কয়েকবার হস্তান্তর হওয়ার পর সর্বশেষ জনাব মোঃ আরঃ কালাম দোকানটিতে ব্যবসারত অধিষ্টিয় আছে। অতঃপর উক্ত দোকানটি অত্র দপ্তর কর্তৃক ভাড়া আদায়ের জন্য গত ১২/০৪/০৯ তারিখে তালাবদ্ধ/ সীলগালা করা হয় এবং গত ২০/০৪/০৯ তারিখে বোর্ডসভার ১১ নং সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ডি/৮৯ নং দোকানের বরাদ্দ বাতিল করে অত্র দপ্তরের ১৭/০৫/০৯ তারিখের ঢাক্যাবো/রঃগঃসুঃমাঃ/ ডি/৮৯/১২ নং পত্রে গত ২১/০৫/০৯ তারিখের মধ্যে সমস্ত পাওনা পরিশোধ করে দোকানটি ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য বলা হলেও অদ্যাবধি দোকানটি বোর্ডকে বুঝিয়ে দেয়া হয়নি। বর্তমানে দোকানটি তালাবদ্ধ/সীলগালা অবস্থায় বদ্ধ আছে। সরেজমিন তথ্য সংগ্রহ করে জানা যায় যে, দোকানটির সর্বশেষ ক্রেতা তার বাড়ীর একজন কর্মচারীকে তা পরিচালনার জন্য দায়িত্ব প্রদান করেন। কিন্তু উক্ত কর্মচারী দীর্ঘদিনে দোকান ভাড়া বা নবায়নের কোন উদ্যোগ না নেয়ায় জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। ইতোমধ্যে উক্ত কর্মচারী তার নিজ নামে দোকানটি পাওয়ার জন্য আবেদন করেছেন। দোকানের সর্বশেষ ক্রেতা ও তার কর্মচারীর সংগে বিস্তারিত গুনানী প্রয়োজন।

চলমান পাতা-১০

পাতা-

(গ) রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটস্থ সি/২২৪ দোকানটি স্টেশন সদর দপ্তর, ঢাকা সেনানিবাসের ২৭/০৬/৮৯ তারিখের ৬১৯/৪/এ নং পত্রের প্রেক্ষিতে অত্র দপ্তরের ১০/০৭/৮৯ তারিখের ঢাক্যাবো/টিআরসি/৩০(২০)/৩/৩৮ নং পত্রের মাধ্যমে জনাব মোঃ বাবুল মিয়া, পিতা-সিপাহী আইয়ুব আলী এর নামে বরাদ্দ করা হয়। নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, জনাব এ কে এম মিজানুর রহমান ২৮/০৯/৯১ গত তারিখে উক্ত দোকানটি খরিদ করেছেন এবং ২৫/১১/৯১ তারিখে একই দোকান মিসেস ফিরোজা বেগম, স্বামী-মোঃ নূরুল আদিন মুধা এর নিকট বিক্রয়ের জন্য বায়না করেন। তবে বায়না মোতাবেক দোকানটির হস্তান্তর দলিল করতে অপারগতার কারণে তার খরিদকৃত সি/২২৫ নং দোকানটি হস্তান্তর করার প্রস্তাব করেন। তৎপ্রেক্ষিতে বায়নাকৃত সি/২২৪ নং দোকানের পরিবর্তে ১৪/১১/৯২ তারিখের নোটারী দলিলমূলে সি/২২৫ নং দোকানটি মিসেস ফিরোজা বেগমের নামে হস্তান্তর দলিল করে দেন। সি/২২৫ নং দোকানের মূল বরাদ্দলাভকারী জনাব বাদল মিয়ার আবদনের প্রেক্ষিতে গত ২১/১২/৯৮ তারিখের ৯ নং বোর্ড সিদ্ধান্তের আলোকে দোকানটি পজেশন জনাব বাদল মিয়ার নিকট বুকিয়ে দেন। অপরদিকে সি/২২৪ নং দোকানটি ১০/০৩/৯৯ তারিখের ১৭ নং বোর্ড সিদ্ধান্ত এবং স্টেশন সদর দপ্তরের ১৩/০৪/৯৯ তারিখের ৭০২/৪/কিউ-৩ নং পত্রের প্রেক্ষিতে ১৯/০৭/৯৯ তারিখে দোকানটি তালাবন্ধ করে বোর্ডের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। জনাব মিজানু দ্বিতীয় সহকারী জজ আদালতে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডকে বিবাদী করে উক্ত দোকানের ব্যাপারে ৩১/২০০২ নং দেওয়ানী মোকদ্দমা দায়ের করেছেন। নথিতে রক্ষিত জনাব বাবুল মিয়া কর্তৃক প্রদত্ত ১৪/১০/৯৯ তারিখের আম-মোজার নামায় দেখা যায় সংশ্লিষ্ট দোকানটির দায়দায়িত্ব জনাব এ কে এম মিজানুর রহমান কে প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখিত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে গত ১২/০২/০২ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড সভার ০৮ নং গৃহীত সিদ্ধান্তে সি/২২৪ নং দোকানের বরাদ্দ বাতিল করা হয়, যাহা অত্র দপ্তরের ০৩/০৩/০২ তারিখের ঢাক্যাবো/রঃঃঃঃঃ/সি-২২৪/১১১ নং পত্রে বরাদ্দলাভকারী জনাব বাবুল মিয়াকে অবহিত করা হয়। ইতিমধ্যে জনাব এ কে এম মিজানুর রহমান দোকানটি খরিদ সূত্রে পাওনাদার মর্মে কাগজপত্রসহ গত ১৩/০১/০৯ তারিখের এক আবেদনে উক্ত সি/২২৪ নং দোকানটি তার বরাবরে খুলে দেয়ার জন্য অনুরোধ জানান।

(ঘ) রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটস্থ বি/২৯ নং দোকানটি ল্যাঃ নাঃ মোঃ মকর উদ্দিনের নামে স্টেশন সদর দপ্তরের গত ২৭/০৬/৮৯ তারিখে ৬১৯/৪/এ নং পত্রের মাধ্যমে সামরিক কোটায় বরাদ্দ করা হয়। অতঃপর ল্যাঃ নাঃ মোঃ মকর উদ্দিন স্টেশন কমান্ডার, স্টেশন সদর দপ্তর, ঢাকা সেনানিবাসকে সম্বোধন করে ১৬/১১/৯১ ইং তারিখে জনাব সুলতান আলমের নিকট হতে নগদ ৮০,০০০.০০ টাকা গ্রহণ করে উক্ত দোকানের পজেশন হস্তান্তর/বিক্রির আবেদন করেন। পরবর্তীতে বি/২৯ নং দোকানের পজেশন মালিক হিসেবে জনাব মোঃ সুলতান আলমের নামে অত্র দপ্তরে নামজারী করার জন্য ল্যাঃ নাঃ মোঃ মকর উদ্দিন গত ২৫/১১/৯১ তারিখে স্টেশন সদর দপ্তর, ঢাকা সেনানিবাসে আবেদন করেন। তৎপ্রেক্ষিতে স্টেশন সদর দপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস ২৫/১১/৯১ তারিখের ৬১৯/৪/এ নং পত্রে মোঃ সুলতান আলমের অনুকূলে নামজারীর প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য বলা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের সংগে জনাব মোঃ সুলতান আলম বি/২৯ নং দোকানের চুক্তিপত্র সম্পাদন করেন এবং দীর্ঘদিন হতে ভোগদখলে নিয়ত রয়েছেন। ল্যাঃ নাঃ মোঃ মকর উদ্দিন পুনরায় ১৩/০১/২০০৪ তারিখের আবেদনের মাধ্যমে উক্ত বি/২৯ দোকানটি মেজর মোঃ হানিফের নিকট বিক্রি করার প্রয়োজনীয় অনুমতি প্রদানের জন্য অত্র দপ্তরে আবেদন করেন। একই সাথে ১৩/০১/২০০৪ তারিখে মেজর মোঃ হানিফ উক্ত দোকানটি ক্রয় করার প্রয়োজনীয় অনুমতি প্রদানের জন্য অত্র দপ্তরে আবেদন করেন। ল্যাঃ নাঃ মোঃ মকর উদ্দিন কর্তৃক উক্ত দোকানটি নিয়ম বহির্ভূতভাবে জনাব মোঃ সুলতান আলমের নিকট বিক্রী/হস্তান্তর করার পরও দ্বিতীয় বারের মত মেজর মোঃ হানিফের নিকট বিক্রী/হস্তান্তরের আবেদন জানালে এ বিষয়ে শুনানী গ্রহণ করে তার এহেন জালিয়াতি/প্রতারণার জন্য অত্র দপ্তরের ১৯/০২/০৪ তারিখের ঢাক্যাবো/রঃঃঃঃঃ/বি/২৯/ ৪৭ এর মাধ্যমে ল্যাঃ নাঃ মোঃ মকর উদ্দিনকে কারণ দর্শানো হয় এবং উক্ত পত্রের অনুলিপি স্টেশন সদর দপ্তর, ঢাকা সেনানিবাসকে প্রদান করা হয়। রেকর্ড দৃষ্টে দেখা যায় জনাব সুলতান আলম এক দলিলের মাধ্যমে জনাব মোস্তাফিজুর রহমান এর নিকট উক্ত দোকান ঘরটি পজেশন বিক্রয় করেন। ক্রেতা জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান ভোগ দখলরত অবস্থায় ০৩/১২/০৬ তারিখের এক আবেদনে দোকান ঘরটি শান্তিপূর্ণ ভোগদখলে ল্যাস নায়েক মোঃ মকর উদ্দিন যাতে কোনরূপ বিঘ্ন সৃষ্টি করতে না পারে তার প্রতিকারের প্রার্থনা করেন। স্টেশন সদর দপ্তর, ঢাকা সেনানিবাসের ২২/১১/০৭ তারিখের ৬১৯/৪/এ/১ নং পত্রে রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের বি/২৯ নং দোকানটি তালাবন্ধ করে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নিরাপত্তা হেফাজতে নেয়ার জন্য বলা হয়। জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান এর ভোগদখলরত অবস্থায় ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক ২৭/১১/০৭ তারিখে উক্ত দোকানটি তালাবন্ধ করে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। বর্তমানে দোকানটি মালামালসহ তালাবন্ধ অবস্থায় ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। বিগত ০৩ এপ্রিল, ২০০৮ তারিখে এক আবেদনে সার্জেন্ট আর্মি নং- ১৮০৪৫৪৮ (এমটি) মোঃ ওসমান সরদার (অবঃ) অত্র দপ্তরকে অবহিত করেন যে, ল্যাস নায়েক মোঃ মকর উদ্দিন গত ০৮/৬/০৫ তারিখে নগদ ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা গ্রহণ করে এক বিক্রয়নামা দলিলের মাধ্যমে তিনি উক্ত দোকানটি তার নিকট বিক্রয় করেন এবং দোকান ঘরটির পজেশন বুকিয়ে দেওয়ার জন্য আবেদন করেন। উপরোক্ত তথ্যাদির আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, ল্যাস নায়েক মোঃ মকর উদ্দিন সামরিক কোটায় বরাদ্দকৃত দোকান প্রথম জনাব মোঃ সুলতানুল আলম এর নিকট বিক্রয় করেন। দ্বিতীয়বার একই দোকান মেজর মোঃ হানিফ এর নিকট বিক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তৃতীয়ত: তিনি উক্ত দোকানটি বিগত ০৮/৬/০৫ তারিখে সার্জেন্ট মোঃ ওসমান সরদার এর নিকট বিক্রয় করেন। তার এ সমস্ত কার্যকলাপের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন জটিলতা/সমস্যার উদ্ভব ঘটেছে। অধিকন্তু ল্যাস নায়েক মোঃ মকর উদ্দিন ০৩/৩/০৮ তারিখে উক্ত বিক্রিত দোকানটি তাকে বুকিয়ে দেয়ার জন্য অত্র দপ্তরে আবেদন করেন।

চলমান পাতা-১১

- সিদ্ধান্ত : (ক) আইন উপদেষ্টার গ্রহণ সাপেক্ষে রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটস্থ বি-৮/৫ নং দোকানটির পাবনীয় বকেয়া হালনাগাদ আদায় করতঃ জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম এর নামে নামজারীর বিষয়টি বিবেচনা করা সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।
- (খ) রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটস্থ ডি/৮৯ নং অস্থায়ী দোকানটির সর্বশেষ ত্রেতা ও তার কর্মচারীর উপস্থিতিতে শুনানী গ্রহণপূর্বক পরবর্তী বোর্ডসভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।
- (গ) আইন উপদেষ্টার মতামত গ্রহণ করতঃ রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটস্থ সি/২২৪ নং দোকানের বিষয়টি পরবর্তী বোর্ডসভায় উপস্থাপন করা হোক।
- (ঘ) বিচারাবীন মামলায় আদালতের চূড়ান্ত রায়ের পর বি/২৯ নং দোকানের বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যসূচী-১৬ : গত ২৯ জুন, ২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার আলোচ্যসূচী-১৫ এর সিদ্ধান্তক্রমে রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটস্থ দোকান ভাড়ার নীতিমালা প্রসঙ্গে।

আলোচনা : প্রস্তাবনাটির উপর সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। বিষয়টি আরো বিস্তারিত পর্যালোচনার অবকাশ রয়েছে মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত : রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটস্থ দোকান ভাড়ার খসড়া নীতিমালাটি আগামী বোর্ডসভায় উপস্থাপন করা হোক।

আলোচ্যসূচী-১৭ : গত ২৯ জুন, ২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার আলোচ্যসূচী-২ এর সিদ্ধান্তের অনুবৃত্তিক্রমে কচুক্ষেত পুরান বাজার এলাকার খেলাপী গৃহকর প্রসঙ্গে।

আলোচনা : প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, কচুক্ষেত পুরান বাজার এলাকার মোট ১২৩ টি হোল্ডিং এর বিপরীতে বকেয়া গৃহকরের পরিমাণ ২১,৬০,৭০৬/- (একুশ লক্ষ ষাট হাজার সাতশ ছয়) টাকা। আলোচনাক্রমে আরো জানা যায় যে, কচুক্ষেত পুরান বাজার এলাকার নাগরিক সুবিধাদি যথা, রাস্তা, ড্রেন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি সর্বোত্তম পর্যায়ে প্রদানের জন্য ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও উক্ত এলাকার একটি মাস্টার প্ল্যানও শীঘ্রই প্রণয়ন করা হবে এবং সে অনুযায়ী উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে বাস্তবায়ন করা হবে। এ সকল সুবিধাদি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উক্ত এলাকার বকেয়া গৃহকর আদায়সহ সকল হোল্ডিং থেকে হালনাগাদ গৃহকর আদায় করা অত্যাবশ্যিক বলে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত : উপস্থাপিত তালিকা মোতাবেক খেলাপী সকল হোল্ডিং মালিককে বকেয়া গৃহকর পরিশোধের জন্য চূড়ান্ত নোটিশ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যসূচী-১৮ : সেনানিবাসস্থ মসজিদসমূহে তাবলিগ জামাতের লোকজন রাতে অবস্থান প্রসঙ্গে।

আলোচনা : প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, ঢাকা সেনানিবাসের বিভিন্ন মসজিদে প্রায়শঃই তাবলিগ জামাতের লোকজন আগমন করেন এবং অনেক সময় রাত্রিও যাপন করেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে যে কোন জংগী সংগঠন/সন্ত্রাসী দল তাবলিগ জামাত দলের ছদ্মবেশে সেনানিবাসে অনুপ্রবেশ করে যে কোন ধরনের নাশকতামূলক কার্যকলাপ পরিচালনা করতে পারে মর্মে বিভিন্ন নিরাপত্তা সংস্থা কর্তৃক আশংকা প্রকাশ করা হয়েছে। সেনানিবাস একটি সংরক্ষিত এলাকা বিধায় বহিরাগত লোকজন সেনানিবাসস্থ মসজিদে নিরাপত্তাজনিত কারণে অবস্থান করা সমীচীন নয় মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত : সেনানিবাসের সকল মসজিদে তাবলিগ জামাতসহ যে কোন বহিরাগত লোকজনের আগমন এবং রাতে অবস্থানের অনুমতি না দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

চলমান পাতা-১২

আলোচ্যসূচী-১৯ : মহাখালী ডিওএইচএস এলাকায় শপিং কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রসংগে।

আলোচনা : প্রস্তাবনাটির উপর সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। আলোচনায় জানা যায় যে, উক্ত শপিং কমপ্লেক্স বিভিন্ন ধরনের ১৬-২০টি দোকান ও ব্যাংকের জায়গা থাকবে এবং নিচে সেমি বেজমেন্ট থাকবে। বিস্তারিত নকশা ও প্রাক্কলন প্রস্তুত করার জন্য কনসালটেন্ট নিয়োগ দেয়া যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত : মহাখালী ডিওএইচএস এলাকায় সীমিত পরিসরে ১৬-২০টি দোকান ও ব্যাংক এর স্থান সংকুলান এবং সে বেজমেন্ট সুবিধা সম্বলিত একটি শপিং কমপ্লেক্স নির্মাণের জন্য কনসালটিং ফার্ম নিয়োগ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যসূচী-২০ : এয়ারপোর্ট রোড (পর্যটন মোড়) হতে রোকেয়া সরণি পর্যন্ত নতুন সংযোগ সড়কের উভয় পাশে বিলবোর্ড/সাইনবোর্ড স্থাপন প্রসংগে।

আলোচনা : প্রস্তাবনাটির উপর সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। আলোচনায় জানা যায় যে, ঢাকা সেনানিবাসস্থ শহীদ জাহাঙ্গীর গेट হতে মহাখালী রেলগেট পর্যন্ত মের্সাস রাফি নিয়নকে ০২ টি, মের্সাস কনকর্ড আর্ট পাবলিসি ০১ টি এবং শাইনী আর্ট ০১ টিসহ মোট ০৪ টি সাইনবোর্ডের অত্র দপ্তর কর্তৃক অনুমতি প্রদান করা হয়েছিল যার মেয়াদ ৩১/১২/০৭ তারিখে উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে এবং উক্ত সাইনবোর্ডগুলো অপসারণের জন্য পত্র দেয়া হয়েছে। এরপর অত্র দপ্তর কর্তৃক আর কোন সাইনবোর্ড/বিলবোর্ড স্থাপনের অনুমতি প্রদান করা হয়নি অপরদিকে গত ১২/০৭/০৯ তারিখে জনাব এ বি এম মাজহারুল আলম, প্রোপাইটর-ক্রিয়েটিভ বাংলাদেশ নামক সাইনবোর্ড স্থাপনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আগারগাও লিংক রোড, রোকেয়া সরণি এলাকা বিলবোর্ড/সাইনবোর্ড স্থাপনের অনুমতি চেয়ে অত্র দপ্তরে আবেদন করেছেন। এ প্রসংগে উল্লেখ্য যে, বিজ্ঞ সরণি হতে মহাখালী রেল গেট পর্যন্ত রাস্তার দুই পাশের প্রতিরক্ষা বিভাগীয় জমিতে স্থাপিত সাইন বোর্ড এ মডেল ট্যাক্স বাবদ ইতোপূর্বে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক বার্ষিক প্রায় ৭,০০,০০০/- (সাত লক্ষ) টাকা আদায় করা হয়েছে। বর্তমানে উল্লেখিত স্থানসমূহে সাইনবোর্ড থাকলেও বোর্ড কোন রাজস্ব পাচ্ছে না বিধায় বিদ্যমান সাইনবোর্ডগুলোকে অনুমতি প্রদান করে রাজস্ব আদায়ের কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত : এ প্রসংগে সেনাসদর, কিউএমজি শাখা, এমএভিকিউ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাসের মতামত গ্রহণ করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যসূচী-২১ : ঢাকা সেনানিবাসস্থ ডিওএইচএসসমূহের অনুমোদিত নকশায় সেটব্যাকের মধ্যে ১০ - ০' X ৬ - ০' সাইজের একটি গার্ডরুম-কাম টয়লেট নির্মাণের অনুমোদন প্রসংগে।

আলোচনা : প্রস্তাবনাটির উপর সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। আলোচনায় বাড়ীর প্রবেশ গেইট এর সাথে ৬০.০০ বর্গফুট এর একটি গার্ডরুম (টয়লেটসহ) নির্মাণ করা যেতে পারে মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয় এবং সে অনুযায়ী বিল্ডিং বাই'ল সংশোধন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত : প্রবেশ গেইটের সাথে অনূর্ধ্ব ৬০.০০ বর্গফুট এর একটি গার্ডরুম (টয়লেটসহ) নির্মাণ করার অনুমোদন প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরে প্রয়োজনীয় কাগজাদি প্রেরণ করা হোক।

চলমান পাতা-১।

আলোচ্যসূচী-২২ : কচুক্ষেত পুরান বাজার এলাকার মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন প্রসঙ্গে।

আলোচনা : ঢাকা সেনানিবাসের চ্যাপ্টার্ড এরিয়া (ঘোষিত এলাকা) হিসেবে কচুক্ষেত পুরান বাজার এলাকার উন্নয়নের জন্য ইতোপূর্বে কোন মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়নি বিধায় উক্ত এলাকায় কোন পরিকল্পিত উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নেয়া যাচ্ছে না। এমন কি বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদনের ক্ষেত্রেও জটিলতা দেখা দিচ্ছে। এ কাজের জন্য একটি কনসালটেন্ট ফার্মকে নিয়োগ করা যেতে পারে মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত : কচুক্ষেত পুরান বাজার এলাকার জন্য একটি পরিকল্পিত মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের নিমিত্তে কনসালটেন্ট নিয়োগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। উক্ত মাস্টার প্ল্যান যাচাই-বাছাই করার নিমিত্তে নিম্নবর্ণিতভাবে একটি গঠন করা হলো :-

- | | | | |
|-----|--|----|----------|
| (ক) | সিএমইএস (আর্মি), ঢাকা
ঢাকা সেনানিবাস। | -- | আস্থায়ক |
| (খ) | নির্বাহী প্রকৌশলী
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড। | -- | সদস্য |
| (গ) | সহকারী প্রকৌশলী
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড
(সংশ্লিষ্ট এলাকার দায়িত্বে নিয়োজিত)। | -- | সদস্য |
| (ঘ) | উপ-সহকারী প্রকৌশলী
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড
(সংশ্লিষ্ট এলাকার দায়িত্বে নিয়োজিত)। | -- | সদস্য |
| (ঙ) | এলাকার মনোনীত প্রতিনিধি | -- | সদস্য |

উল্লেখ্য যে, কনসালটেন্ট নিয়োগের যাবতীয় ব্যয় কচুক্ষেত পুরান বাজার এলাকার বকেয়া গৃহকর আদায় করে সংকুলান করতে হবে।

আলোচ্যসূচী-২৩ : মিরপুর ডিওএইচএস এর ৫৪৫ ও ৫৪৭ নং প্লটের নিচতলাকে বেসমেন্টে পরিবর্তনের সংশোধিত নকশা প্রসঙ্গে।

আলোচনা : প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, মিরপুর ডিওএইচএস এর ৫৪৫ ও ৫৪৭ নং প্লট দুটি ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের প্রকৌশলীসহ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়েছে। দাখিলকৃত সংশোধিত নকশায় ০৬(ছয়) তলার ছাদ বিদ্যমান রাস্তা হতে ৬৬-৯' উচ্চতায় থাকে। যা সেনানিবাস (ইমারত নির্মাণ) উপ-আইনে নির্ধারিত উচ্চতা ৬০-০' হতে ৬ - ৯' বেশী বিধায় সংশোধিত নকশাটি অনুমোদন করা সমীচীন হবে না মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত : সেনানিবাস (ইমারত নির্মাণ) উপ-আইন অনুসরণ করে নকশা অনুমোদন সম্ভব হলে সংশোধিত নকশা অনুমোদন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

২৪বিবিধ (১) : এয়ারপোর্ট রোড (জিয়া কলোনী) হতে মিরপুর সেনানিবাস পর্যন্ত সংযোগ সড়ক প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক সরবরাহকৃত মিরপুর ডিওএইচএস এর স্ট্রিম সুয়ার এর নকশা প্রসঙ্গে।

আলোচনা : প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, মিরপুর ডিওএইচএস এলাকায় স্ট্রিম সুয়ার নির্মাণ কাজের জন্য এয়ারপোর্ট রোড (জিয়া কলোনী) হতে মিরপুর সেনানিবাস পর্যন্ত সংযোগ সড়ক প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক নকশা সরবরাহ করা হয়েছে। নকশাটি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রস্তাবকৃত নকশাটি মিরপুর ডিওএইচএস

চলমান পাতা-১৪

আলোচ্যসূচী-২২ : কচুক্ষেত পুরান বাজার এলাকার মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন প্রসংগে।

আলোচনা : ঢাকা সেনানিবাসের চ্যাপ্টার্ড এরিয়া (ঘোষিত এলাকা) হিসেবে কচুক্ষেত পুরান বাজার এলাকার উন্নয়নের জন্য ইতোপূর্বে কোন মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়নি বিধায় উক্ত এলাকায় কোন পরিকল্পিত উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নেয়া যাচ্ছে না। এমন কি বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদনের ক্ষেত্রেও জটিলতা দেখা দিচ্ছে। এ কাজের জন্য একটি কনসালটেন্ট ফার্মকে নিয়োগ করা যেতে পারে মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত : কচুক্ষেত পুরান বাজার এলাকার জন্য একটি পরিকল্পিত মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের নিমিত্তে কনসালটেন্ট নিয়োগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। উক্ত মাস্টার প্ল্যান যাচাই-বাছাই করার নিমিত্তে নিম্নবর্ণিতভাবে একটি গঠন করা হলো :-

- | | | | |
|-----|--|----|----------|
| (ক) | সিএমইএস (আর্মি), ঢাকা
ঢাকা সেনানিবাস। | -- | আহ্বায়ক |
| (খ) | নির্বাহী প্রকৌশলী
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড। | -- | সদস্য |
| (গ) | সহকারী প্রকৌশলী
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড
(সংশ্লিষ্ট এলাকার দায়িত্বে নিয়োজিত)। | -- | সদস্য |
| (ঘ) | উপ-সহকারী প্রকৌশলী
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড
(সংশ্লিষ্ট এলাকার দায়িত্বে নিয়োজিত)। | -- | সদস্য |
| (ঙ) | এলাকার মনোনীত প্রতিনিধি | -- | সদস্য |

উল্লেখ্য যে, কনসালটেন্ট নিয়োগের যাবতীয় ব্যয় কচুক্ষেত পুরান বাজার এলাকার বকেয়া গৃহকর আদায় করে সংকুলান করতে হবে।

আলোচ্যসূচী-২৩ : মিরপুর ডিওএইচএস এর ৫৪৫ ও ৫৪৭ নং প্লটের নিচতলাকে বেসমেন্টে পরিবর্তনের সংশোধিত নকশা প্রসংগে।

আলোচনা : প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, মিরপুর ডিওএইচএস এর ৫৪৫ ও ৫৪৭ নং প্লট দুটি ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের প্রকৌশলীসহ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়েছে। দাখিলকৃত সংশোধিত নকশায় ০৬(ছয়) তলার ছাদ বিদ্যমান রাস্তা হতে ৬৬-৯' উচ্চতায় থাকে। যা সেনানিবাস (ইমারত নির্মাণ) উপ-আইনে নির্ধারিত উচ্চতা ৬০-০' হতে ৬ - ৯' বেশী বিধায় সংশোধিত নকশাটি অনুমোদন করা সমীচীন হবে না মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত : সেনানিবাস (ইমারত নির্মাণ) উপ-আইন অনুসরণ করে নকশা অনুমোদন সম্ভব হলে সংশোধিত নকশা অনুমোদন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

২৪বিবিধ (১) : এয়ারপোর্ট রোড (জিয়া কলোনী) হতে মিরপুর সেনানিবাস পর্যন্ত সংযোগ সড়ক প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক সরবরাহকৃত মিরপুর ডিওএইচএস এর স্ট্রিম স্যুয়ার এর নকশা প্রসংগে।

আলোচনা : প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, মিরপুর ডিওএইচএস এলাকায় স্ট্রিম স্যুয়ার নির্মাণ কাজের জন্য এয়ারপোর্ট রোড (জিয়া কলোনী) হতে মিরপুর সেনানিবাস পর্যন্ত সংযোগ সড়ক প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক নকশা সরবরাহ করা হয়েছে। নকশাটি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রস্তাবিত নকশাটি মিরপুর ডিওএইচএস

চলমান পাতা-১৪

এর তিনটি ধাপেরই ড্রেনেজ ব্যবস্থার একটি Guide Line. এটি ইতোপূর্বে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক প্রস্তুতকৃত এবং সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত নকশার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সামান্য তারতম্য রয়েছে। কাজগুলো জরুরী ভিত্তিতে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রদত্ত কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ শুরু করা যেতে পারে। প্রদত্ত নকশায় ১ নং রোডে কোন Drain না দেখানোর ফলে ঐ ঠিকাদার দ্বারা Outfall এর নিকটবর্তী স্থানের Drain এর কাজ করানো যেতে পারে। এতদ্ব্যতীত একটি রোডে ৪ - ০'' ব্যাস এর পাইপের পরিবর্তে নতুন নকশা অনুযায়ী ৫ - ০'' ব্যাস এর পাইপের কাজও পূর্বে নিয়োজিত ৪ - ০'' ব্যাসের ঠিকাদার দ্বারা জরুরী ভিত্তিতে সম্পন্ন করানো যেতে পারে মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়। উভয় ক্ষেত্রে সংশোধিত মূল্যানুমান সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরের অনুমোদন গ্রহণ করা প্রয়োজন।

সিদ্ধান্ত : কার্যাদেশ প্রদত্ত ঠিকাদার দ্বারা জরুরী ভিত্তিতে কাজগুলো সম্পাদন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। প্রয়োজনে সংশোধিত মূল্যানুমান সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হোক।

২৪বিবিধ (২) : গত ২৯ জুন, ২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার আলোচ্যসূচী-১৪ এর সিদ্ধান্তের অনুবৃত্তিক্রমে রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটে জেনারেটর স্থাপনের অনুমতি প্রদান প্রসংগে।

আলোচনা : প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটে অত্যাধুনিক জেনারেটর স্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর নিকট হতে তথ্যাদি চাওয়া হলে জানানো হয় যে, (১) রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটে ৪০ কিলোওয়াটের ২টি জেনারেটর স্থাপন করা হবে, (২) রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের প্রায় ৮০০ জন ব্যবসায়ী গ্রাহক মিলিতভাবে সমপরিমাণ খরচ বহন করবেন, (৩) প্রতিটি জেনারেটর প্রতিস্থাপনের জন্য আনুমানিক ১০'-০'' × ১৫'-০'' = ১৫০.০০ বর্গফুট হিসাবে ২টি জেনারেটরের জন্য ৩০০.০০ বর্গফুট জায়গার প্রয়োজন হবে।

সিদ্ধান্ত : জায়গা বরাদ্দের বিষয়টি নিশ্চিত না হওয়ায় প্রস্তাবটি অনুমোদন করা গেল না।

২৪বিবিধ (৩) : গত ২৯ জুন, ২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার আলোচ্যসূচী-২৩ এর সিদ্ধান্তের অনুবৃত্তিক্রমে ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকাসহ বোর্ডের আওতাধীন ঘোষিত এলাকার জন্য ৪র্থ পানির পাম্প স্থাপন প্রসংগে।

আলোচনা : প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকায় নতুন পানির পাম্প স্থাপন করা প্রয়োজন মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়। তবে আশে পাশের অন্যান্য পাম্পে পানি উত্তোলনে যাতে কোন সমস্যা সৃষ্টি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

সিদ্ধান্ত : ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ১ নং পানির পাম্পের স্থানে নতুন পানির পাম্প স্থাপনের নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরে প্রস্তাব প্রেরণ করা হোক।

২৪বিবিধ (৪) : ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৫৪ নং প্লটে নির্মিত বাড়ীর সংশোধিত নকশা অনুমোদন প্রসংগে।

আলোচনা : প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৫৪ নং প্লটে ০৬(ছয়) তলা বাড়ী নির্মাণের জন্য ইতোপূর্বে নকশা অনুমোদন করা হয়। কিন্তু প্লটে স্যুইমিং পুলসহ ০৪(চার) তলা বাড়ী নির্মাণ করা হয়েছে এবং সংশোধিত নকশা অনুমোদনের জন্য অত্র দপ্তরে দাখিল করা হয়েছে। আলোচনায় আরো জানা যায় যে, সেনানিবাস (ইমারত নির্মাণ) উপ-আইনে স্যুইমিং পোল নির্মাণের বিষয়ে কোন বিধি বিধান উল্লেখ নেই। এ প্রসংগে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে বোর্ডের সম্মানিত সদস্যগণ জানান যে, যেহেতু সেনানিবাস (ইমারত নির্মাণ) উপ-আইনে এ বিষয়ে কোন নিষেধ নেই এবং বাড়ীটিও ইতোমধ্যে নির্মাণ করা হয়ে গিয়েছে তাই বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত : এ বিষয়ে সেনাসদর, কিউএমজি শাখার মতামত গ্রহণ করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

চলমান পাতা-১৫

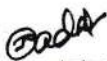
-ঃঃ ১৫ ঃঃ-

২৪বিবিধ (৫) : নব-নির্মিত সিরাজ-খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট জেনারেল হাসপাতাল প্রসংগে।


আলোচনা : প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে বোর্ডের সম্মানিত সদস্য লেঃ কর্ণেল (অবঃ) মোঃ সামসুদ্দিন আহমেদ হাসপাতাল ভবনের নির্মাণ কাজ এবং এর কার্যক্রম আরম্ভ করার বিষয়ে অগ্রগতির বিষয়ে জানতে চান। এ প্রসংগে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে ক্যান্টনমেন্ট একজিকিউটিভ অফিসার জানান যে, সিরাজ-খালেদা ট্রাস্ট এর সদস্য জনাব মোঃ ফরিদ খান এর সংগে এ বিষয়ে তাঁর আলোচনা হয়েছে। জনাব মোঃ ফরিদ খান জানিয়েছেন যে, আগস্ট মাসে সিরাজ-খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট জেনারেল হাসপাতালের অবশিষ্ট নির্মাণ কাজ শুরু করা হবে। হাসপাতাল ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হলেও উক্ত ভবনে হাসপাতালের কার্যক্রম শুরু করতে হলে যেসকল যন্ত্রপাতি ও লোকবল প্রয়োজন তা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের পক্ষে সংকুলান করা সম্ভব নয়। এ বিপুল পরিমাণ অর্থ সরকারী তহবিল হতে সংগ্রহ করার কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়। এ লক্ষ্যে একজন দক্ষ কনসালটেন্ট এর মাধ্যমে প্রজেক্ট প্রোফাইল প্রস্তুত করে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব দাখিল করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত : সিরাজ-খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা কার্যক্রম শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসহ লোকবলের একটি প্রজেক্ট প্রোফাইল প্রস্তুত করার জন্য একজন কনসালটেন্ট নিয়োগ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। হাসপাতাল ভবনের অবশিষ্ট নির্মাণ কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য সিরাজ-খালেদা ট্রাস্ট-কে অনুরোধ জানানো হোক।

অন্য কোন আলোচ্যসূচী না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।


(মোঃ নাজমুছ সাদাত সেলিম)
সেক্রেটারী, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড

ও
ক্যান্টনমেন্ট একজিকিউটিভ অফিসার
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট।


(কর্ণেল এ বি এম সাইফুর ইসলাম)
প্রেসিডেন্ট, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড

ও
স্টেশন কমান্ডার
ঢাকা সেনানিবাস।